সংবাদ

তারিখ ১৩ JUN 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

লাইফ লাইন পলিটেকনিক

অধ্যক্ষের জন্য পরীক্ষা বঞ্চিত শিক্ষার্থী!

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঠাকুরগাঁও

পরীক্ষার আগে ফরম ফিলাপের টাকা পরিশোধ করলেও বকেয়া বেতন দিতে না পারায় ঠাকুরগাঁওয়ের এক শিক্ষার্থীকে রুম থেকে বের করে দিয়ে পরীক্ষা দিতে দেননি লাইফ লাইন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিন। আর পরীক্ষায় অংশ নিতে না পেরে ওই শিক্ষার্থীর একবছর লোকসান গুনতে হবে বলে কাগজ হাতে নিয়ে ঘুরে ফিরছেন। লাইফ লাইন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ঠাকুরগাঁও শহরের সরকারপাড়ায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী কোর্স সম্পূর্ণ হিসেবে শিক্ষার্থীদের চুক্তি ভিত্তিকভাবে ভর্তি করা হয়। এসএসসি পাসের পর যে সব শিক্ষার্থী ওই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করতে ইচ্ছুক তাদের প্রত্যেকের কাছে কোর্স পূর্ণ করতে বাৎসরিক চুক্তি অনুযায়ী টাকা নেয়া হয় ৬-৭ হাজার পর্যন্ত। অভিযোগ উঠেছে, এসএসসি পাশের পর কামাল হোসেন নামে এক শিক্ষার্থী চার বছর মেয়াদি কোর্সে কর্তৃপক্ষের কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়। চার বছরের জন্য মেয়াদী কোর্সে বছর প্রতি তাকে দিতে হবে ১৪৬০০ টাকা। এরই মধ্যে ওই শিক্ষার্থী ১ম মেমিস্টারে সব বিষয়ে পাস করে। দ্বিতীয় সেমিস্টারের জন্য গত ১৯ এপ্রিল ১৪৮০ টাকা দিয়ে ফরম ফিলাপ করে। বেতন বকেয়া থাকার কারণে তাকে রুম থেকে বের করে দেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। এ বিষয়ে লাইফ লাইন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিন জানান, চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিতে পারেনি বলেই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। শিক্ষার্থী কামাল জানান, আমরা গরিব তাই সময়মত চুক্তি অনুযায়ী কিছু টাকা পরিশোধ করতে পারিনি। আমি দুর থেকে এসে, অন্যের দোকানে কর্মচারী থেকে পড়ালেখা করছি। তবুও ফরম ফিলাপ করেছিলাম পরীক্ষাটা দিব, কিন্তু হয়নি এটা আমার দুর্ভাগ্য।